স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৪

গ্রুপ "মাগরিব"

(৫ম - ৬ষ্ঠ শ্রেণি)

নাম:

শ্রেণি:

শিফট :

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দিকনির্দেশনা

- শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ক্লাস অনুযায়ী এ্যাসাইনমেন্ট-এর পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা স্কুল থেকে প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারেন, ইন শা আল্লাহ।

- শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাবা-মা/অভিভাবক পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন। যেমন, কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে আল-কুরআন, নির্ভরযোগ্য তাফসির বা কিতাব অথবা সহীহ হাদিস থেকে শিখিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে করে শিক্ষার্থী নিজেরাই উত্তরটি লিখতে পারেন। তবে সরাসরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে সকলকে বিনীত অনুরোধ করছি। এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা বা অসুস্থ প্রতিযোগিতমূলক মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইন শা আল্লাহ।

- প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন করা যাবে।

- এই কার্যক্রমে সর্বমোট ৫টি এ্যাকটিভিটি এবং ১টি রমাদান প্ল্যানার আছে। শিক্ষার্থীরা ২০ রমাদান এর মাঝেই কাজগুলো শেষ করে ফেলবেন। এ্যাসাইনমেন্ট-এর হার্ড কপি আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৩-এর মধ্যে স্কুলে সাবমিট করবেন ইন শা আল্লাহ।

রমাদান প্ল্যানার (১৪৪৪ হিজরি)

দিন	সাওম পালন	সঠিক ওয়াক্তে সলাত আদায়	কুরআন তিলাওয়াত	সকাল-সন্ধ্যার দুআ পড়া	প্রতিদিন অন্তত একটি ভাল কাজ করা (কাজটি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন)	সাদাকাহ করা
রমাদান ১						
রমাদান ২						
রমাদান ৩						
রমাদান ৪						
রমাদান ৫						
রমাদান ৬						
রমাদান ৭						
রমাদান ৮						
রমাদান ৯						
রমাদান ১০						
রমাদান ১১						
রমাদান ১২						
রমাদান ১৩						
রমাদান ১৪						
রমাদান ১৫						
রমাদান ১৬						
রমাদান ১৭						
রমাদান ১৮						
রমাদান ১৯						
রমাদান ২০						
রমাদান ২১						
রমাদান ২২						
রমাদান ২৩						
রমাদান ২৪						
রমাদান ২৫						
রমাদান ২৬						
রমাদান ২৭						
রমাদান ২৮						
রমাদান ২৯						
রমাদান ৩০						

নির্দেশিকা:

১) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিনের কাজ সম্পন্ন করে উপরোক্ত ঘরে টিক চিহ্ন (√) বা "করেছি" লিখবে।

২) যদি কোন কারণবশত কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকে তবে সেখানে Cross **(x)** চিহ্ন অথবা "করতে পারিনি" লিখবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকল কাজ উত্তমরূপে করার তৌফিক দান করুক। আমীন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

এ্যাকটিভিটি-০১

সর্বদা একে অপরের প্রতি সুধারণা রাখা, ক্ষোভ পোষণ করে না রাখা এবং সর্বোপরি ক্ষমা করে দেয়া এগুলো আখলাকে হামীদাহ- এর অন্যতম উদাহরণ।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। [আলি-ইমরান: ১৩৪]

বিদ্বেষ বা ক্ষোভ এক দিকে যেমন মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে অপর দিকে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মুমিন হিসেবে তাই আমাদের উচিৎ নিজেদের অন্তরকে এ সকল বর্জনীয় অভ্যাস থেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা এবং এ জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

কুরআনে উল্লেখিত একটি দুয়া যার সাহায্যে আমরা নিজেদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখতে পারি:

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى
قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।

[আল-হাশর :১০]

টাস্ক:

১. এখানে উল্লেখিত যেসকল আখলাকে হামীদার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর নাম লিখুন।

২. আমাদের সবসময় চেষ্টা থাকবে সকলের সাথে এই আখলাকগুলো মেনে চলার। আপনি কি আপনার সহপাঠী বা ভাই বোনদের সাথে উল্লেখিত আখলাকে হামীদার এই উদাহরণগুলো মেনে চলেন? আপনি যদি মেনে চলতে সফল হন তাহলে আপনি কী কী পুরস্কার অর্জন করতে পারবেন?

৩. কেউ যদি এখনো আখলাকে হামীদার এই উদাহরণগুলো মেনে চলতে না পারে, সেক্ষেত্রে তার করণীয় কাজগুলো কী কী?

এ্যাকটিভিটি-০২

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অফুরন্ত নিয়ামত এর ভান্ডারে সমৃদ্ধ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ্। এসকল নিয়ামত প্রাপ্তির জন্য আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি এগুলোর ব্যবহারের প্রতি যথাযথ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ

অর্থ: বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দিবে'? [আল-মুলক: ৩০]

টাস্ক:

১. প্রতিদিন রাতে সূরা মূলক পাঠ করার ফজিলত লিখুন।

২. উপরে উল্লেখিত সূরা মুলকের শেষ আয়াত থেকে আমরা কী কী শিক্ষা পেতে পারি?

৩.

- যে কোন নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পাশাপশি আমাদের সেগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।
- সেই সাথে নিজেদের এই সকল নিয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল রাখার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরের বাক্য দুইটি সূরা মূলকের শেষ আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

এ্যাকটিভিটি-০৩

আমাদের বড় যারা, বিশেষ করে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন অথবা আমাদের উস্তায-উস্তাজারা প্রায় সময় আমাদের এমন কিছু কাজ বা কথার নির্দেশ দেন যেগুলো মানতে আমাদের একটু অনীহা কাজ করে অথবা মনের মাঝে অনেক প্রশ্নের উদয় হয় এবং ফলাফল স্বরূপ আমরা প্রায়ই প্রশ্ন করে বসি ***'কেন?', 'এই কাজটা কেন করা যাবে না?' 'করলে কি হবে?', 'অন্যরা তো করে, তাহলে আমি কেন করবো না?'*** ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের এই ***অতিরিক্ত প্রশ্ন করার প্রবণতা মোটেও উত্তম কাজ নয়।*** কারণ আমাদের বড়রা সবসময় আমাদের ভালোর কথা চিন্তা করেই আমাদের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ করেন। যেগুলো আমরা হয়তো অপরিণত মানুষ হিসেবে ভালো মতন বুঝে উঠতে পারি না। উদাহরণ হিসেবে সূরা বাকারায় উল্লেখিত বনি ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তি ও গাভীর ঘটনাটি আলোচনা করা হলো।

সম্পত্তির জের ধরে বনি ইসরাঈলের মাঝে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। একজন ধনী লোক নিহত হন তার ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা। এবং নিজের চাচাকে হত্যার পর নিহত চাচাকে সে গ্রামের অপর একজন নিরপরাধ ব্যাক্তির দরজার উপরে রেখে আসে এবং তার উপর হত্যার অপবাদ দেয়। মিথ্যা খুনের অভিযোগে লোকটি তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনি ইসরাঈলের মাঝে বিশাল গন্ডগোল সৃষ্টি হলে তারা আসল হত্যাকারীকে শনাক্ত করার জন্য মুসা আলাইহিস সালামের নিকট সাহায্যের জন্য আসেন।

সূরা বাকারায় আছে:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةًۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًاۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ
٦٧
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ
٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ٦٩
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠

قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١

অর্থ: আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ করবে'। তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ'? সে বলল, 'আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি'। তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন গাভীটি কেমন হবে'। সে বলল, 'নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় তা হবে গরু, বুড়ো নয় এবং বাচ্চাও নয়। এর মাঝামাঝি ধরনের। সুতরাং তোমরা কর যা তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে'। তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন, কেমন তার রঙ'? সে বলল, 'নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় তা হবে হলুদ রঙের গাভী, তার রঙ উজ্জ্বল, দর্শকদেরকে যা আনন্দ দেবে'। তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন, তা কেমন? নিশ্চয় গরুটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর নিশ্চয় আমরা আল্লাহ চাহে তো পথপ্রাপ্ত হব'। মূসা বললেন, 'তিনি বলেছেন, সেটা এমন এক গাভি যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ'। অবশেষে তারা সেটাকে যবেহ করলো, যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিলো না।[আল - বাকারাহ: ৬৭-৭১]

খেয়াল করুন মুসা আলাইহিস সালামের নিকট বনি ইসরাঈলের লোকেরা সমস্যাটি বর্ণনা করলে তিনি তাদের আল্লাহর নির্দেশে গরু জবাই করতে বলেন। কিন্তু তারা তাদের ধৃষ্টতা এবং একগুয়েমির জন্য এরূপ অদ্ভুত নির্দেশে অবাক এবং বিরক্ত হয়। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বনি ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে তাদের অতিরিক্ত খুঁটিনাটি প্রশ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা এত সহজ সমাধানকে সমাধানস্বরূপ গ্রহণ না করে মূসা আলাইহিস সালামকে গরুর ব্যাপারে বারবার প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে লাগলো। তাদের উচিত ছিল হুকুম পাওয়া মাত্রই সেই হুকুমের ওপর আমল করা কিন্তু তারা সেটা না করে বারবার প্রশ্ন করেছিল। যেমন তারা জিজ্ঞেস করল, গরুটার বয়স কেমন হবে? যখন জানানো হলো বয়স হবে মাঝামাঝি তারা তাতে সন্তুষ্ট হলো না বরং পুনরায় জিজ্ঞেস করল গরুটার রং কেমন হবে? এর উত্তর হিসেবে যখন এলো

খুবই আকর্ষণীয় উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের তখনো তারা থামল না। গরু সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতেই লাগলো। এরূপ ক্রমাগত প্রশ্ন করার জন্য তাদের কাজটার কাঠিন্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ক্রমাগত প্রশ্নের ফলে গরুটির যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছিল সে রকম বৈশিষ্ট্যের গরু খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। যার দরুন এরকম গরু খুঁজতে গিয়ে বনি ইসরাঈল একপর্যায়ে হয়রান হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এরকম একটি গরু খুঁজে পেলেও গরুর মালিক গরুটির জন্য উচ্চ দাম চায়। আর অন্য কোন উপায় না পেয়ে বনি ইসরাঈল উচ্চমূল্যে গরুটি কিনে মুসা আলাইহিস সালামকে জানায়।

ইবন জুরাইয (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যদি তারা যে কোন গরু জবাই করত তাহলে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা ক্রমাগত প্রশ্ন করার জন্য তাদের কাজটি কঠিন হয়ে যায় এমনকি তারা যদি ইন-শা-আল্লাহ না বলতো তাহলে কখনো তাদের এই কাঠিন্য দূর হতো না।

[সূত্র: তাফসীর ইবনে কাসীর]

টাস্ক:

১.উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং ঘটনাবলী থেকে আপনারা কী কী বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন ব্যাখ্যা করুন।

২.এই বিষয় গুলো আমাদের জন্য উপকারী না ক্ষতিকর এ সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

এ্যাকটিভিটি-০৪

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَا عْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔـا ۖ وَّبِا لْوَا لِدَيْنِ اِحْسَا نًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَا لْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَا لْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَا لْجَارِ الْجُنُبِ وَا لصَّا حِبِ بِا لْجَنْۢبِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا
مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَا نَ مُخْتَا لًا فَخُوْرًا

অর্থ: তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক।"
[সূরা নিসা, আয়াত:৩৬]

তাফসীর পড়ে কাজগুলো সম্পাদন করুন।

টাস্ক:

১) এ আয়াতে কোন আটটি হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

২) আল্লাহর পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকার কার? এই সম্পর্কিত একটি হাদিস লিখুন।

৩) আত্মীয়-স্বজনের হক কী কী উপায়ে রক্ষা করা যায় উল্লেখ করুন।

এ্যাকটিভিটি-০৫

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন জিবরীল (আ.) নবী (সা.)-এর কাছে বসা ছিলেন। সেই সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচন্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হলো-ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এই দিনের আগে তিনি আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, "আপনি আপনাকে দেওয়া দুটি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি।" আর এই দুইটি নূর হলো ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা এবং একটি সূরার শেষাংশ যা আমরা দু'আ হিসেবে পাঠ করে থাকি। এ দু'আ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রদানকৃত দু'টি বিশেষ নূরের মধ্যকার একটি নূরের অংশ বিশেষ। এ দু'আ শেষে 'আমীন' বললে প্রার্থিত বিষয়গুলো কবুল করা হয় বলেও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

টাস্ক:

১) উপরে উল্লেখিত দু'আ টি কোন সূরার শেষাংশ? এ দু'আ টি আমরা কেন পাঠ করি?

২) প্রতি রাতে এ দু'আ টি পাঠ করার গুরুত্ব লিখুন।